বাংলাদেশ

বাংলাদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতার অবস্থা সম্বন্ধে USCIRF ক্রমশ বেশি মাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। হিন্দুদের মালিকানাধীন বাজেয়াপ্ত করা জমি ফেরত দেওয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি (Chittagong Hill Tracts Peace Accord) মেনে চলবার ক্ষেত্রে সরকার কিছুটা অগ্রগতি করলেও, গত ছয় মাসে বিশেষ করে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক হিংসার অগণিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন শাসক আওয়ামী লীগ এবং প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (BNP) ও প্রধান ইসলামী দল জামাত-এ-ইসলামী (জামাত) সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি, উভয় পক্ষই ধর্মীয়ভাবে বিভাজনকারী ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে 2014 এর জানুয়ারীতে নির্বাচনের পূর্বে যে রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েছিল, NGO-গুলি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, ও সমাজ এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হিংসার জন্য তাকেই দায়ী করেছে।

নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত হিংসাত্মক কার্যকলাপ: 5 জানুয়ারী 2014 তারিখে বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা অবাধ বা ন্যায্য ছিল না এবং অর্ধেকের বেশি সংসদীয় আসনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নি। BNP ও 18টি অন্য রাজনৈতিক দল নির্বাচন বয়কট করেছিল। নির্বাচন-পরবর্তী দিনগুলিতে, বাংলাদেশের 64টি জেলার মধ্যে তথাকথিতভাবে 16টি জেলায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ হয়েছিল। বেশির ভাগ আক্রমণের জন্যই বিরোধী BNP ও জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলিকে দায়ী করা হয়েছিল। সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে নিকৃষ্টতম আক্রমণগুলি সংঘটিত হয়েছিল। হিন্দুদের কয়েক ডজন সম্পত্তি লুঠ, ভাঙ্গচুর করা হয়েছিল বা আগুন লাগানো হয়েছিল, এবং শত শত হিন্দু মানুষ তাদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন। হিংসার পরে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সমর্থনে সার্বজনীন বিবৃতি দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছিল যে প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে সরকার কর্তৃক প্রেরিত পুলিশ ও সুরক্ষা বাহিনীগুলি সক্রিয়ভাবে হিংসাত্মক কার্যকলাপ থামায়নি এবং কিছু ক্ষেত্রে তাতে অংশও নিয়েছিল।

ঈশ্বরনিন্দার অভিযোগ: তিনজন স্বঘোষিত নাস্তিক বাংলাদেশের 1971 সালের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের সম্বন্ধে ব্লগ লেখার পরে, 2013 সালের এপ্রিল মাসের প্রথমভাগে সরকার তাদের বিরুদ্ধে "ধর্মীয় সংবেদনশীলতাকে আঘাত করার" অভিযোগ এনে তাদের গ্রেপ্তার করেছিল। রিপোর্ট করার সময়কালের শেষে, বিচার অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সরকারকে তথাকথিতভাবে 84 জন অন্য মানুষের একটি তালিকা দিয়েছিল, যাদের বিরুদ্ধে তারা ঈশ্বরনিন্দার জন্য তদন্ত হতে দেখতে চান।

সম্পত্তি ফিরত দেওয়া: 1971 সালে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে বাজেয়াপ্ত করা হিন্দু সম্পত্তি ফেরত পাওয়া, বা তার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য পরিবারবর্গ বা ব্যক্তিরা যাতে আবেদন করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে, 2011 সালে ন্যস্ত সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার আইনের (Vested Property Return Act) অধীনে একটি প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়েছিল। তবে অনেক হিন্দু সম্প্রদায় এবং NGO–গুলি বিশ্বাস করে যে তাদের সম্পত্তির কেবলমাত্র একটা ছোট অংশই ফেরতযোগ্য, যেহেতু আইনটির সংজ্ঞা খুবই সঙ্কীর্ণ এবং আবেদনের প্রক্রিয়াও খুবই ঝামেলাপূর্ণ ও জটিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি (CHT Accord): CHT চুক্তি হল এই অঞ্চলের উপজাতি ও মূলবাসী মানুষ, যাদের মধ্যে প্রায় 50% থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম অনুসরণকারী, তাদের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল এবং বাংলাদেশ সরকারে মধ্যে একটি রাজনৈতিক চুক্তি ও শান্তি চুক্তি। বাংলাদেশী সরকার কর্তৃক USCIRF-কে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, CHT চুক্তির 72টি অনুচ্ছেদের মধ্যে 48টি পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে, এবং অন্য 15টি আংশিকরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে, আর আরো 9টি এখনও বাস্তবায়িত করা হয় নি।

রোহিঙ্গা মুসলমান: বাংলাদেশী সরকার রোহিঙ্গা মুসলমানদের বার্মার নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করে এবং এই কারণে তাদের শরণার্থী হিসাবে বিবেচনা করে, কিন্তু তাদের প্রতি আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় আচরণ করে না। প্রায় 30,000 জন রোহিঙ্গা কক্সবাজারে সরকার-চালিত শিবিরে আছেন। UNHCR ও NGO-রা এই শিবিরগুলিকে সমর্থন করলেও, আশ্রয় ও মৌলিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুবিধাগুলি অপর্যাপ্ত। আরো 200,000 থেকে 300,000 জন রোহিঙ্গা শোচনীয় অবস্থায় শিবিরের বাইরে বাস করেন, এবং তারা UNHCR এর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পান না।

সুপারিশ: 2012 সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ একটি অংশীদারি বার্তালাপে অংশ নিয়েছে। তৃতীয় বার্তালাপের সাক্ষাৎটি 2014 সালের মধ্যভাগে অনুষ্ঠিত হবে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়, USCIRF সুপারিশ করেছে যে মার্কিন সরকারের উচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সমস্ত সরকারী কর্মকর্তাকে ধর্মীয়ভাবে বিভাজনকারী ভাষা এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিংসা ও হয়রানিমূলক কার্যকলাপগুলির বারংবার ও সার্বজনীনভাবে নিন্দা করতে অনুরোধ করা; স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ অফিসার ও বিচারকদের আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ডগুলি সম্বন্ধে, এবং ধর্মীয়ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিংসাত্মক কার্যকলাপগুলিকে কীভাবে তদন্ত ও বিচার করতে হয় সেই সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া; এবং বাংলাদেশী সরকারকে তার ঈশ্বরনিন্দা আইনটি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করা।